২) দেকার্তের ধারণার প্রকারভেদ আলোচনা করো। (15)

Ans⇒ দেকার্তের মতে মূলতঃ জ্ঞান বুদ্ধি লব্ধ। কিন্তু বুদ্ধি ছাড়াও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান হয়, দেকার্ত সেই জ্ঞানকে বলেছেন ধারণা। দেকার্ত তিন প্রকার ধারণার উল্লেখ করেছেন—

(i) আগন্তুক বা বহিরাগত ধারণা
(ii) কৃত্রিম বা কাল্পনিক ধারণা এবং
(iii) সহজাত বা বুদ্ধিজাত ধারণা।

আগন্তুক ধারণা বা বহিরাগত ধারণা: ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বহির্জগতের বস্তু সম্বন্ধে মনোজগতে যেসব ধারণা দেকার্ত ও সেগুলিকে 'আগন্তুক ধারণা' বলেছেন। যেমন— বৃক্ষ, নদী, পর্বত, মানুষ, প্রাণী, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদির ধারণা হল আগন্তুক বা বহিরাগত ধারণা। ইন্দ্রিয়-সংবেদনজাত ধারণামাত্রই, দেকার্তের মতে, অস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলতাবর্জিত এবং ফলত নির্ভরযোগ্য নয়। এপ্রকার ধারণা থেকে যথার্থজ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। দেকার্তের এই অভিমত অভিজ্ঞতাবাদ- বিরোধী মতবাদ।

কৃত্রিম বা কাল্পনিক ধারণা: আগন্তুক ধারণার সঙ্গে কল্পনাকে যুক্ত করে আমাদের মন যেসব অবাস্তব ও উদ্ভট ধারণা গঠন করে দেকার্ত তাদের 'কৃত্রিম' বা 'কাল্পনিক ধারণা' বলেছেন। কৃত্রিম ধারণার উদাহরণ হিসাবে মৎস্যকন্যা (অর্ধেক মাছ ও অর্ধেক নারী), কিন্নরীর (অর্ধেক পাখি ও অর্ধেক নারী), এবং পক্ষীরাজঘোড়া (অর্ধেক পাখি ও অর্ধেক ঘোড়া) ইত্যাদির ধারণার কথা বলা যায় কিন্তু অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আগন্তুক ধারণা স্পষ্ট ও বিবিক্ত না হলে, সেই ধারণা ভিত্তিক কাল্পনিক ধারণাও স্পষ্ট ও বিবিক্ত হতে পারে না। কাজেই দেকার্তের মতে এসব ধারণার ওপর নির্ভর করেও সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

সহজাত বা বুদ্ধিজাত ধারণা: দেকার্তের মতে সহজাত ধারণা জন্মকালের কোন স্পষ্ট ধারনা নয়, তা হল জন্মসূত্রে লব্ধ বিশুদ্ধ বুদ্ধির ধারণা লাভের সামর্থ্য বা প্রবণতা। সহজাত ধারণা হল অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বুদ্ধিজাত ধারণা। বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-লব্ধ হওয়ার জন্য এসব ধারণা স্পষ্ট ও বিবিক্ত, অর্থাৎ এসব ধারণার বিরোধী ধারণা পোষণ করা যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে চিন্তার জগতে স্ববিরোধিতা দেখা দেয়। দেকার্ত বলেছেন- যুক্তিশাস্ত্রের তাদাত্ম্য নিয়মের ধারণাটি একটি সহজাত ধারণা, যেমন- 'ক সব সময় ক'- এই জাতীয় বাক্য তাদাত্ম্য নিয়মকে প্রকাশ করে, আর এই তাদাত্ম্য নিয়মের প্রতিষ্ঠা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। এইরকম সহজাত ধারণা থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে অন্যান্য ধারণাগুলো নিষ্কাশন

করে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা যায়।

দেকার্ত সহজাত ধারণার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ধারণা, অমরতার ধারণা, গণিতের স্বতঃসিদ্ধ বচনের ধারণা, চিন্তার মূল সূত্রের ধারণা ইত্যাদি ধারণাকে সহজাত ধারণা বলেছেন। সহজাত ধারণাকে দেকার্ত বুদ্ধিলব্ধ পূর্বতঃসিদ্ধ বলেছেন। সহজাত ধারণা জন্মলগ্নে থাকলেও তা স্পষ্ট ভাবে থাকে না। যেমন— ঈশ্বরের ধারণা সহজাত হলেও জন্মকালে কোনো মানবশিশুর ঈশ্বরের স্পষ্ট ধারণা থাকে না। উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত পরিবেশে যথাযথ অভিজ্ঞতার প্রভাবে এই ধারণা প্রকটিত হয়। সুতরাং সহজাত ধারণার স্পষ্টতার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অবদানকে দেকার্ত অস্বীকার করেননি। অভিজ্ঞতা সহজাত ধারণার উৎসমূল না হলেও ঐসব ধারণাকে প্রকটিত হতে সাহায্য করে।

দেকার্ত সহজাত ধারণার দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যথা— (i) সর্বজনীনতা এবং (ii) একরূপতা। প্রথমত, সহজাত ধারণাগুলো-কে সর্বজনীন হতে হবে অর্থাৎ সবার মনে থাকতে হবে, এছাড়া সহজাত ধারণাগুলো সবার মধ্যে একরূপভাবে থাকবে অর্থাৎ সবার মনে একইভাবে থাকতে হবে। যেমন— পূর্ণতার ধারণা সকলের মনেই আছে এবং একই ভাবে আছে। এইজন্য দেকার্ত একটি যুক্তি দিয়েছেন তা হল— ~~স্বাভাবিক বুদ্ধি~~

স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন প্রত্যেক মানুষ জানে যে সে অপূর্ণ, ∴ প্রত্যেক মানুষের পূর্ণতার ধারণা আছে।

তাই কোনো ধারণা গঠন করতে গেলে তার

বিপরীত ধারণা থাকতে হবে হয়।

কিন্তু দেকার্তের পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন্ লক সহজাত ধারণাকে খন্ডন করে অভিজ্ঞতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। লক মূলত তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন —

(1) সহজাত বা জন্মগত ধারণা বলে বাস্তবিক কিছু নেই। কেননা জন্মের সময় মানুষের মন থাকে একটা অলিখিত সাদা ফলকের বা কাগজের (tanbula rasa) মত। অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধারণা মনে প্রবেশ করে।

(2) সার্বিক ধারণা বলে বাস্তবত কিছু নেই। যেমন - 'ঈশ্বরের ধারণা' সার্বিক নয় অর্থাৎ সবার মনে থাকে না। কেননা 'ঈশ্বরের ধারণা' শিশু, উন্মাদ ব্যক্তি, বর্বর ও জড়বীর মনে থাকে না।

(3) এমন কোনো ধারণা নেই যা সবার মনে একইভাবে উপস্থিত থাকে। যেমন - ঈশ্বরের ধারণা কারোর মধ্যে আকার রূপে আছে আবার কারোর মধ্যে নিরাকার রূপে আছে, আবার কেউ বলেছেন ঈশ্বর এক, আবার কেউ বলেছেন ঈশ্বর অনেক। সুতরাং লকের সিদ্ধান্ত হল 'সহজাত ধারণা' বলে বাস্তবিক কিছু নেই।

তবে লকের উপরোক্ত অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। কেননা —

(1) সহজাত ধারণা বলতে দেকার্ত জন্মকালের কোনো সদ্য ধারণাকে, ইঙ্গিত করেননি যথা - 'ঈশ্বরের ধারণাকে' ইঙ্গিত করেননি। দেকার্ত আসলে বলতে চেয়েছেন - যা সহজাত তা কোনো সদ্য ধারণা নয়, তা হল ধারণা লাভের এক প্রবণতা

(২) 'ঈশ্বরের ধারণা' বলতে দেকার্ত 'পূর্ণতার ধারণা' কে বুঝিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষ যখন নিজেকে এক 'অপূর্ণ সত্তা' বলে জানে তখন সেই জানাটা 'পূর্ণতার ধারণার' প্রেক্ষিতেই সম্ভব। কাজেই মানতে হবে যে ঈশ্বরের অর্থাৎ পূর্ণতার ধারণাটি সবার মনেই উপস্থিত থাকে।

(৩) পূর্ণতার (বা ঈশ্বরের) ধারণাটি সবার মনে একইভাবে অবস্থান করে, সেহেতু পূর্ণতার কোনো রকম ভেদ বা মাত্রাভেদ হতে পারে না।